৫ই মে ২০১৩

হেফাজতের গণহত্যা; চেপে রাখা ইতিহাস

মুফতি তরিকুল ইসলাম মাজেদী

৫ই মে
হেফাজতের গণহত্যা;
চেপে রাখা ইতিহাস

মুফতি তরিকুল ইসলাম মাজেদী

খতিব

হযরত আলী রা. জামে মসজিদ, ডিয়াবাড়ী বাজার, উত্তরা, তুরাগ, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

মারকাযুল কুরআন মাদরাসা ডিয়াবাড়ী ঢাকা।

মিম্বরে ইসলাম বাংলা বক্তৃতা প্রশিক্ষণ কর্মশালা

উপদেষ্টা

আল ইসলাহ খিদমাতুল উম্মাহ (ফাউন্ডেশন) বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

দারুল ফুরকান

বাংলাবাজার, ঢাকা।

আল ইহ্দা

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এযাবৎ যে সমস্ত ঈমানদার ভাই বোন ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছেন। বিশেষ করে ২০১৩ইং সালে নবী সা. এর ইজ্জতের হেফাজতের আন্দোলনে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন প্রত্যেকের মর্যাদা বৃদ্ধিতে

সূচীপত্র

লেখকের কথা	১১
বাংলাদেশে ইসলামী সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসার অবদান	১৫
আমার কাছে গণজাগরণ মঞ্চ	১৮
ইসলাম ও নবী (সা.) কে অবমাননা করে ব্লগে রাজীবের কুরুচিপূর্ণ লেখা	২২
মুসলমানের গোরস্থানে কুলাঙ্গারের লাশ থাকতে পারে না!	২৯
সংসদটা যেন নাস্তিক পাড়া! নাস্তিক হত্যায় শোক!	৩০
আওয়ামী সরকার, আক্রান্ত ইসলাম	৩২
নেতৃত্ব শূন্যতায় বাংলাদেশ	৩৩
নাস্তিক্যবাদের আস্ফালন	৩৫

ব্লগ, ব্লগার এবং ব্লগিং কি?	৩৭
নতুন নাম হেফাজতে ইসলাম	৩৯
জাগ্রত হেফাজত	৪০
ঢাকায় হেফাজতের সংবাদ সম্মেলন	৪২
হেফাজতের প্রাথমিক ৬ দফা দাবী	৪৪
থেমে নেই বেফাক, দফা দিল চার!	৪৬
হেফাজতের অদম্য যাত্রা	৪৯
নেতৃত্বের মসনদে আল্লামা আহমদ শফী	৫১
১৩ দফা দাবির যৌক্তিক ব্যাখ্যা	৫২
এ লংমার্চ যেন তাবুকের প্রতিচ্ছবি	৬৩
বাংলার ইতিহাসে লংমার্চ	৬৪
লংমার্চ মোকাবেলায় আওয়ামী সরকার	৬৬
সরকারের মুনাফেকি	৬৯
আনসারের ভূমিকায় নগরবাসী	৭১
রিযিক আসমান থেকে আসে	৭৩
মহাজাগরণ নতুন সূর্যোদয়	৭৬
শানে রিসালাত	৮১
৫ই মে'র হাতছানি	৮৩
শাপলার ডাক	৮৪
আমার চোখে শত শত লাশ	৮৬
নির্মম বর্বরতা; ৫ই মে'র গণহত্যা	৮৯
রক্তাক্ত শাপলা	৯৩
শান্তনার বাণী	৯৪
এ গণহত্যা মেনে নেওয়া যায় না	৯৫
শাপলা চত্বরের প্রভাব ও ফলাফলের সারসংক্ষেপ	৯৭
ঘুমন্ত সাধারণ জনগণকে হত্যা কাপুরুষতার পরিচায়ক	৯৯
লাশপ্রিয় সরকার শেখ হাসিনা	১০০
আল জাজিরার প্রতিবেদন	১০১
শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না	১০৩
বাংলার বালাকোট	১০৬
টার্গেট যেন আলেম সমাজ	১০৭
জুনাইদ বোগদাদির প্রতিচ্ছবি আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী	১০৯
ইতিহাস থেকে শিক্ষা	১১১
জনতার প্রশ্ন???	১১৫
শহীদ পরিবারের সাক্ষাতকার; কেমন আছেন তাঁরা	১১৭
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগ্রহিত শহীদের তালিকা	১৩৯
গ্রন্থপুঞ্জি	১৫৪

লেখকের কথা

الْحَمْدُ للهِ وَكَفَى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى خُصُوصًا عَلَى إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدِ الْوَرَى وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ آثَارُوا الْهُدَى عَلَى الدُّجَى وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ

আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। তার অজ্ঞতাবশত গাছের একটি পাতাও নড়ে না। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কাজ সম্পন্ন হয়না। তিনি মহাপরাক্রমশালী। তিনি মহাজ্ঞানী। অসংখ্য অগণিত দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ নবি, শেষ নবী, মানবতার কান্ডারী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, দোজাহানের বাদশা, আকায়ে নামদার, তাজেদ্বারে মদিনা, সাইয়্যেদুনা জনাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। সেই সাথে তার বংশধরদের প্রতি এবং হাজারো সালাম সে সব বীর সেনানীদের প্রতি যারা যুগে যুগে আল্লাহর যমিনে তার দ্বীনকে বিজয়ী রাখতে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন খোদার রাহে, বিশেষ করে সেসব শুহাদাদের প্রতি যারা বাংলার যমিনে মহান আল্লাহ ও তার রাসুল সাঃ এর ইজ্জতের হেফাজতের আন্দোলনে ৫ ও ৬ই মে'র নাস্তিক্যবাদী জালিম সরকারের হায়েনাদের হাতে শাহাদাতের অমীয় সূধা পান

করেছেন। এবং সমবেদনা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি শাপলার আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী প্রতিটি ভাইয়ের।

প্রিয় পাঠক! আমরা যদি ইসলাম ও মুসলমানদের ফেলে রাখা বিগত সাড়ে ১৪ শত বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠি এক চরম সত্য, আর তা হলো- ইসলামের আঁচল কোন দিনই কাঁটামুক্ত ছিল না। আবার ফুলে ফুলে সাজানোও ছিল না। তা ছিল দূর্গম কন্টকাকীর্ণ আচ্ছন্ন গিরিপথ। ইসলাম তার জীবন প্রভাত থেকেই বিভিন্ন ফেতনায় নিমজ্জিত। তবে আজ মুসলিম উম্মাহর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সমস্ত ফেতনা অনুপ্রবেশ করেছে, তার মধ্যে বাংলাদেশে শাহজালাল এর পূণ্যভূমিতে নাস্তিক্যবাদের ফেতনা হলো অন্যতম।

বাংলাদেশ বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশ। এদেশের মানুষ ধর্মানুরাগী। ভারতবর্ষে এদেশের মানচিত্রও ঠিক করা হয় ধর্মের ভিত্তিতে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, এদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষের ধর্মানুভূতিতে প্রচন্ড ভাবে আঘাত করে কতিপয় নাস্তিক ব্লগার। তারা মহান আল্লাহ, আমাদের প্রান প্রিয় নবী (সা.) ও তার পবিত্র স্ত্রীগন, ইসলাম, কুরআন, নামায ইত্যাদি বিষয়ে অশ্লীল ভাষায় কটাক্ষ করে, যার ফলে প্রতিটি ধর্মপ্রান মানুষ আঘাত প্রাপ্ত হয় চরম ভাবে।

জাতির এই ক্লান্তিলগ্নে নাস্তিক্যবাদের আস্ফালনের বিরোদ্ধে তাদের বিচারের দাবীতে হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে আন্দোলনের ডাক দেন আল্লামা শাহ আহমদ শফি ও আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী (রহঃ)। তাদের ডাকে সারা দিয়ে আবাল-বৃদ্ধা বনিতা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের তৌহিদী জনতা নেমে আসেন মতিঝিলের শাপলা চত্বরে।

কিন্তু নাস্তিক্যবাদের পৃষ্ঠপোষক আওয়ামী সরকার নিরস্ত্র, নিরীহ তৌহিদী জনতার উপর রাতের আঁধারে হায়েনার ন্যায় হামলে পরে। এতে শহীদ হন হাজার হাজার মানুষ। আহত হয় লক্ষাধিক তৌহিদী জনতা। তাদের মধ্যে আমিও একজন। রচিত হয় রক্তাক্ত শাপলার কালো অধ্যায়, আর সে অধ্যায় ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখতে ততকালীন প্রতিটি কর্মসূচিতে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করে এবং সে সময়কার পত্র-পত্রিকা ও সাক্ষাতকার নিয়েই বইটি লেখা শুরু করি ২০১৩ সালেই। যাতে করে শাপলা চত্বরের

এই ইতিহাস আমাদের আগামী প্রজন্মকে এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের চেতনা ও প্রেরণায় উজ্জিবীত করে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অটুট ঈমানের উষ্ণতা রণাঙ্গনে লড়াইয়ের সাহস ও অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে।

বক্ষ্যমান বইটি দুই মলাটে আবদ্ধ করে পাঠক মহলে পৌঁছাতে যাদের সার্বিক সহযোগিতা ঋণী করেছে মুফতি রাইয়ান সাহেব ও মাওলানা উমর ফারুক। আর বইটিকে আলোর মুখ দেখিয়েছে দারুল ফুরকান এর স্বত্তাধিকারী মাওলানা শাব্বির আহমদ। আল্লাহ পাক সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, ।

আর হ্যাঁ! প্রিয় পাঠক, মানুষ কিন্তু ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই বক্ষ্যমান গ্রন্থটিতেও ভুল রয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে চেষ্টায় কোন কমতি করিনি ভুল থেকে বাঁচতে। তারপরও যদি কারো নজরে কোন প্রকার ভুল ধরা পরে, তবে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

আল্লাহ পাক যেন বইটির সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সকল শুভাকাঙ্খী ও সহযোগীদের উত্তম প্রতিদান দান করেন, এবং পরপারে যেন চিরমুক্তির উসিলা হিসেবে বইটিকে কবুল করেন, আমাকেও যেন মাহরুম না করেন। আমীন।

দোয়ার মোহতাজ

মুফতি তরিকুল ইসলাম মাজেদী

২৫ই/০৯/২৪ইং

রোজ বুধবার

৫মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের কিছু চিত্র।

বাংলাদেশে ইসলামী সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কওমী মাদরাসার অবদান

ইসলামী সভ্যতা বলতে এমন কাজকর্ম, চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারকে বুঝায় যা মুসলিম, এবং অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তবে এই পার্থক্য দুইভাবে হতে পারে, বাহ্যিক ও আত্মিক। বাহ্যিক বলতে মুসলমানদের উন্নত কৃষ্টিকালচার তথা তাদের দৈহিক সুন্নতি পোষাকাদি কথা-বার্তায় মাধুর্যতা, বিশ্বস্ত লেন-দেন, ও সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ, এবং স্রষ্টার হুকুম পালনার্থে সদা তৎপরতা, যার লেশ মাত্রও নেই অমুসলিম দানবীয় কোন সভ্যতায়। অন্যদিকে আত্মিক বলতে তাওহীদ তথা আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস ও আখেরাতের প্রতি অটুট আস্থাশীলতা যা অন্য কোন জাতি বা গোষ্ঠির মধ্যে পাওয়া দুস্কর।

ইসলামী সভ্যতা কি ভাবে টিকে থাকবে

ইসলামী সভ্যতা, টিকিয়ে রাখতে হলে তিন ধরনের ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। যথা- ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শক্তিশালী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এবং দ্বীনি দাওয়াত ব্যবস্থা।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাঃ- যখন কোন দেশ বা রাষ্ট্রে ইসলামী ব্যবস্থাপনার বিস্তার ঘটবে। তখন অনৈসলামিক রাষ্ট্রের রীতিনীতিসহ যে কোন প্রকার

বিশৃঙ্খলার অনুপ্রবেশ অসম্ভব। কারন তা রাষ্ট্রিয় ভাবে প্রতিহত করা হবে, যা অন্য ভাবে কষ্টকর।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা:- আমরা জানি সুশিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। ঠিক মেরুদন্ড বিহীন মানুষ যেরূপ মূল্যহীন তদ্রূপ ইসলামী শিক্ষাছাড়া কোন জাতি বা দেশ সভ্য হতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশে কওমী মাদরাসাসমূহ যেভাবে ইসলামী সভ্যতার বিকিরণ ঘটিয়েছে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

দ্বীনি দাওয়াত ব্যবস্থা:- ইসলামী সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে দ্বীনি দাওয়াতের বিকল্প নেই। আর এই দ্বীনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে কওমী মাদরাসাসমূহ সর্বাধিক অগ্রগামী।

ইসলামী সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে কওমী মাদরাসার কর্মসূচিসমূহ

ইসলামী সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে কওমী মাদরাসার চার দফা কর্মসূচি রয়েছে। যথাঃ ওয়াজ-নসীহত, দাওয়াত, লিখনী ও দরস-তাদরীস।

ওয়াজ নসীহত:- ইসলামী সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে কওমী মাদরাসার অন্যতম এক কর্মসূচি হল ওয়াজ নসীহত। যা বাস্তবায়ন করতে রয়েছে হাজার হাজার উলামায়ে কেরামের এক সুবিশাল জামাত, যারা গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে, দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে জনসাধারণকে ইসলামী সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে।

দাওয়াত:- ইসলামী সভ্যতা টিকিয়ে রাখার অন্যতম হাতিয়ার হল দাওয়াত। আর এই সভ্যতার সূচনাই হয়েছে দাওয়াতের মাধ্যমে। সুতরাং কওমী মাদরাসা এদেশে প্রতি ঘরে ঘরে দ্বীনি সভ্যতা বাস্তবায়নে অক্লান্ত মেহনত করে যাচ্ছে।

লিখনী:- যখনই ইসলামী সভ্যতাকে বিলীন করতে অন্য কোন মতবাদ মাথাচারা দেয় তখনই কওমী সাহিত্য কাফেলার সৈনিকেরা মসিযুদ্ধের মাধ্যমে তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়।

দরস ও তাদরীস:- ইসলামী সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে কওমী

মাদরাসার রয়েছে প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় মক্তব, মাদরাসা ও বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষার হাজারো প্রতিষ্ঠান। যা প্রতিটি নাবালেগ শিশুর মগজ ইসলামী সভ্যতায় তৈরী করে দেয়।

এই কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সফলতাসমূহ

এদেশে প্রতিটি মানুষের মাঝে সুন্নতী আদর্শের যে নমুনা বিরাজমান তা এই কর্মসূচির সফলতা। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের যেই সুরত এই দেশে প্রতিষ্ঠিত তাও আমাদের সফলতা। অন্যদিকে এই দেশে অনৈসলামীক কথা বার্তা বা ইসলামবিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের যেই ভীতি রয়েছে, তাও কওমী কর্মসূচিরই সফলতা। এ ধরনের আরো বিশাল সফলতার ভান্ডার এ দেশে বিরাজমান। যার ফিরিস্তি সবিস্তারে বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব।

□□□

আমার কাছে গণজাগরণ মঞ্চ

ভবনটির এক পাশে রেললাইন আর অপর পাশে মহাসড়ক। রাতে ঘুমোতে গেলে কিছুক্ষন পরপর ভেসে আসে ট্রেনের হুইসেল, আর বাসের হর্ণের আওয়াজ তো অনবরত আছেই। সেই সাথে যোগ হয়েছে প্রচন্ড গরম, আর মশার ভন ভন করা বিরক্তিকর গান। বুঝাই যাচ্ছে ঘুমটা কেমন হয়েছে সারা রাত। ফজরের নামাজের পর চোখ দুটি রক্তিম হয়ে আছে ঘুমের তৃষ্ণায়। তবুও অন্যান্য দিনের ন্যায় গভীর মনযোগের সাথে কিতাব মুতালায়াতে মগ্ন ছিলাম। বি-বাড়িয়ার সাথী ভাই মুহাম্মদ রিজওয়ান আমার পাশে এসে বসতে বসতে বলল "আমীর সাহেব! গতকাল শাহাবাগ চত্বরে গিয়েছিলাম, গনজাগরণ মঞ্চে"। সে বলতে থাকল, "গিয়ে দেখি রাস্তার মধ্যে হুজুরদের ছবি অংকন করে শত শত মানুষ উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ টুপির উপর কেউ আবার দাড়িতে পা লাগিয়ে হেঁটে চলছে"। একথা শুনার সাথে সাথে নির্বাক হয়ে বললাম এটা কীভাবে সম্ভব? সে বলল: "আমির সাহের শুনেন, তারা কুকুরের মাথায় টুপি পর্যন্ত দিয়েছে এবং ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার স্লোগানে পুরো শাহবাগ মুখরিত করে তুলছে। তাছাড়া ছেলে-মেয়ে রাত দিন ২৪ ঘন্টা অবস্থান করছে। আর পুরো এলাকা জুড়ে গাজার এত দুর্গন্ধ যে, সেখানে তো ভদ্র মানুষের থাকাই মুশকিল।

আমি বললাম তুমি যথার্থই বলেছো। কারণ গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার ২০১৩ সাল দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় দেখতে পেলাম তারা লিখেছে যে, "শাহবাগে ডেগ ভরে ভরে বিরানী ও খিচুরী বিতরণ এবং গাজা ও হুক্কা ফ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে"। আমি লেখাটি পড়ে বেশ অবাক। কারণ সত্য কখনো চাপা দেওয়া যায় না, এরই একটি জ্বলন্ত